বুক ফার্ম

Daster Angti
by
Sudhindranath Raha

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the author and the publisher

© বৈজয়ন্ত রাহা

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নারায়ণ দেবনাথ
প্রচ্ছদ রূপায়ণ সহায়তা : কামিল দাস

কৃতজ্ঞতা
নারায়ণ দেবনাথ, দেব সাহিত্য কুটীর

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

দস্তার আংটি
১৩

সে কী কাণ্ড!
১৫৪

আঠারো বেঁকির ইলিশ
১৭২

কুকুর যদি কইত কথা
১৮২

হস্তার আংটি

১

ধু-ধু মাঠ, বৈশাখের খরায় একদম ফুটিফাটা। এখনও আকাশে এক খামচা মেঘ নেই কোথাও, চাষের আশা ফরসা এবারে।

কেষ্টপুর ফাঁড়ির পাশ দিয়ে একটা সরু শুকনো খাল। কোন যুগে নাকি দামোদর নদীর জল বয়ে যেত এই পথে, সেই সুবাদে এর নাম দাঁড়িয়েছে কানা দামোদর।

জল কিছু বর্ষাকালে জমে এই খালে, অঘ্রান আসতে না আসতেই তা শুকিয়ে ঠনঠন। তবে খালের গাভায় চাষিরা চৌকো খুঁড়ে রেখেছে এখানে ওখানে, তার কোনো-কোনোটা একমানুষ গভীরও আছে। তার জল হঠাৎ শুকোয় না।

এইরকমই এক চৌকোতে ডোঙ্গাকল বসিয়েছে মুচিরাম। আধ হাতের বেশি জল নেই গর্তে, ডোঙার মুখ ডুবতেই চায় না;

আট দশখানা খাতা নিয়ে হরিশ এসে বসলেন নিজের টেবিলে। এটা নয়, সেটা। সেটা নয়, ওটা। তারপর ক্রমাগত পাতা উলটে যাওয়া।

ঘণ্টা দুই বাদে টেবিল চাপড়ে উঠে গোঁফে তা দিলেন হরিশ। নিতাই বলেন, 'কী হল? পেলেন কিছু?'

'পেয়েছি! খুন নয়! নিরুদ্দেশ! মতিলাল হাজরার কেস মনে পড়ে?' হরিশের কথার ভিতর অনেকখানি উত্তেজনা।

'পোদ্দার আরও দু-একজনকে ডেকে নোট দেখাল, সবাই একবাক্যে বললে জাল। বুঝুন ব্যাপার বড়োবাবু! পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে আমি অন্য কোথাও গেলাম না নোট ভাঙাতে, ফিরে এলাম শহর থেকে। পরের দিন সকালেই হাজরাকে নোট ফেরত দেবার জন্য ফাঁড়িতে চলে এলাম, ব্যস, পাখি তখন উড়েছে, মতি

বাবু কী-জানি কেন নৌকা বেঁধে বসেছিল এইখানে, প্রায় ন্যাংটো লোকটাকে জলের ভিতর ডুবে যেতে দেখে টেনে তুলে নিলে।

'গেল কোথায়? গেল কোন দিকে?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চান প্রণব।

'হাসপাতালে পাঠাবে বলে খিদিরপুরের দিকে নাও বেয়ে গেল। মরেনি বোধ হয়। মরলে কি আর নাওয়ে তুলত? না, হাসপাতালের কথাই বলত?'

হাসপাতাল! না কচু!

কিন্তু এ যদি পলাতকই হবে, তবে এর সঙ্গের আর দুই পলাতক কোথায় গেল? আর এর তো পরনে থাকার কথা পুলিসের ইউনিফর্ম। তার বদলে এ ব্যাপারীর নোংরা কাপড় পেলে কোথায়?

উত্তর আপনা থেকেই মাথায় আসে। এসব নোংরা কাপড়

'এমন ভুলো মন নিয়ে আপনি লড়াই করতেন কী করে সূয্যিদা?' প্রশ্নটা করেছিল চায়ের আড্ডার সবচেয়ে ছোকরা মেম্বার ছট্টু মজুমদার।

প্রশ্নটার উপলক্ষ্য এমন-কিছু ছিল না। সূর্য রায় একটা আধুলি দিয়েছিলেন। তা থেকে সাড়ে ছয় আনা তাঁকে ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু সুফল চা-ওলা তখন উনুনে নতুন কয়লা চাপিয়ে ভাঙা পাখা দিয়ে জোর হাওয়া চালাচ্ছে, ফিরতি পয়সাটা 'দিচ্ছি-দেব' করতে করতে একসময়ে তাঁর কথা বিলকুল ভুলে গিয়েছিল। সূর্য রায়ও গেলাসের চা শেষ করে ছেলেদের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়ে উঠে পড়লেন যখন, পয়সার কথা তাঁরও ছিল না খেয়াল।

চৌকাঠ পেরিয়ে ফুটপাত পেরিয়ে রাস্তায় যখন নামতে যাচ্ছেন সূর্য রায়, তখন সুফল উনুনের পাশ থেকে লাফিয়ে উঠল— 'দাদা যে পয়সা নিয়ে গেলেন না! বাজার করবেন কী দিয়ে?'

সময়ই পাব না, গাড়ির তলায় ঘোড়াসমেত চাপা পড়ব নিশ্চয়!

কিন্তু ব্রেক কষল। আমি এগিয়ে গিয়ে বিনতভাবে বললাম, 'আমি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক। একটি নীল আংটি নিয়ে—'

'সে কী কথা? আপনিও?'— নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম গাড়ির ভিতর থেকে। মহিলাটি যে চমকে গিয়েছেন, রীতিমতো অবাক

আঠারো বেঁকির ইলিশ

সরু খালের মোড় ঘুরতেই নৌকার সামনে পড়ে গেল ডোঙা। ডোঙায় বসেছিল মিত্যুন। হাতে ছিপ, চোখের নজর ধানবনের ভিতর ছোট্ট একটুখানি ফাতনার উপর।

নৌকোর সম্মুখেই বসে তামাক টানছেন খড়বুনোবাড়ির ছোটোকর্তা ঝড়ুবাবু। 'আরে, মিত্যুনে যে রে! পেলি কিছু? কই-টই?' হেঁকে উঠলেন জোর গলায়।

মিত্যুন চমকে উঠল ধু-ধু বিলের মাঝখানে আচমকা মানুষের আওয়াজ পেয়ে। সময়টাও ভালো না, যাকে বলে খাঁ-খাঁ দুপুর। গাঙবিলের 'তেনা'দের আনাগোনার সময় হল এইটেই। অবিশ্যি রাত্তির বেলার কথা আলাদা। তখন তো জলের মুল্লুক তেনাদেরই রাজত্বি। গেল বছর অর্জুন জিউনি ঘাস কাটতে কাটতে দূরে